বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৪ খ্রী.

সোস্যাল হেল্থ এণ্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট (শেড) বোর্ড

৩৩ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর ১০, ঢাকা ১২১৬

Website: www.shedboard.org.bd

পরিচালকের বক্তব্য

মাননীয় চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,
আপনাদের সকলকে জানাই খ্রীষ্টিয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে, তাঁর অসীম কৃপায় আরেকটি আশীর্বাদের বছর সফলতা ও নিরাপত্তার সাথে সম্পন্ন করে, আপনাদের সম্মুখে শেড বোর্ডের ২০২৪ খ্রী. সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছি। বিগত বছরে শেড বোর্ডের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা ও সকল প্রকার পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনাদের সকলের সদয় অবগতির জন্য জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত শেড বোর্ডের সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন, প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৫ খ্রী. এবং অনুমোদিত অডিট রিপোর্ট ২০২৪ খ্রী. উপস্থাপন করছি।

শেড বোর্ড বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০২৪ খ্রী. আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে মোট ৬৮৫১ টি পরিবার, যার মোট পুরুষ ২৯৭০ জন এবং নারী ৩৮৮১ জনকে বিভিন্নভাবে সেবার অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি। শিক্ষা সম্প্রসারণে শেড বোর্ড ৩২ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র, চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পিতা-মাতাহীন হতদরিদ্র শিশুদের জন্য দুটি ছেলেদের হোস্টেল এবং একটি মেয়েদের হোস্টেল পরিচালনা করছে। স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে (সিএইচসি) আওতাধীন-জেনারেল হেল্থ কেয়ার, কুষ্ঠ রুগিদের স্বাস্থ্যসেবা, প্রত্যন্ত এলাকা নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের (সিসিএইচপি), নার্সিং ইনস্টিটিউশন এবং চারটি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিএমআইএস- প্রকল্প সমাজের দৃষ্টিজয়ী প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রাখছে।
আদিবাসী জনগোষ্ঠির সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তানোর উপজেলায় “আদিবাসী নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প” পরিচালনা করছে। যেখানে ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয় কর্মসূচি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে আদিবাসি নারীর ক্ষমতায়নের উপরে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।
শেড বোর্ড এবং কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের অন্তর্গত বিভিন্ন মন্ডলিতে ১৩ টি স্পন্সরশিপ প্রকল্পের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম এবং বর্ণ নির্বিশেষে হতদরিদ্র শিশুদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন ও পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
সর্বোপরি সকলের সহযোগিতায় ২০২৪ খ্রী. সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। ২০২৫ খ্রী. আপনাদের পরামর্শে শেড বোর্ডের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনার্থে নতুন নতুন চিন্তাধারায় টেকসই উন্নয়নের পরিধি আরো বৃদ্ধি করতে পাড়বো বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ধন্যবাদান্তে

মলিনা কর্মকার, পরিচালক, শেড বোর্ড।

সোস্যাল হেল্থ অ্যান্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট (শেড) বোর্ড

সূচিপত্র

- শিক্ষা কার্যক্রম
- স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম
- সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম
- পার্টনারশিপ কার্যক্রম
- এ্যাকশন প্ল্যান ২০২৫ খ্রী.
- বার্ষিক অডিট ২০২৪ খ্রী.
- বার্ষিক বাজেট ২০২৫ খ্রী.

সোস্যাল হেল্থ এণ্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট (শেড) বোর্ড। একটি জাতীয় ত্রাণ ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা। এটি বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ (বিবিসিএস) এর একটি সেবা মূলক অঙ্গসংগঠন ।

ইতিবৃত্ত এই যে, বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের নীতি নির্ধারকগণ উপযুক্ত নাম এবং স্বত্বার অধীনে একটি সেবা বিভাগ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তার প্রেক্ষিতে প্রথমে ১৯৭৬ খ্রি. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী সোস্যাল ইনস্টিটিউশন বোর্ড Social Institutions Board (SIB) নামকরণ করা হয়, পরবর্তীতে Regulations Ordinance and Rules 1978. প্রতিষ্ঠানটির নাম "সোস্যাল হেল্থ এণ্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট (SHED) বোর্ডে নামে পরিবর্তন করা হয় এবং পরবর্তীতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধন করা হয়েছে ১৯৮২ খ্রি.। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর DSW/FDO/R-১৩৪- মেমো নং DSW/ER/FD/১৪৭/৭৫৩ তারিখ: ২৩/১১/১৯৮২খ্রি.। বর্তমানে ২০৩০ খ্রি. পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন রয়েছে।

ভিশন

এমন একটি সমাজ যেখানে প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে আত্মসম্মান ও মর্যাদার সাথে তার মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

মিশন

খ্রীষ্টিয় প্রেম ও শিক্ষার আলোকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ভালবাসা প্রদর্শন করে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পরিচর্যা প্রদান করা।

উদ্দেশ্য

- ভূমিহীন প্রান্তিক কৃষক এবং দুস্থ নারী ও শিশুদের উপর বিশেষ গুরুত্বদিয়ে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।
- কমিউনিটিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে যা প্রান্তিক জনগণের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা পূরণ করবে।
- একটি সামগ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে উন্নত শিক্ষা প্রদান করা যাতে শিশুরা মূলধারার প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় ভর্তি হয়।
- জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি গ্রস্তদের সহায়তা করা।

সামাজিক উন্নয়নে আমাদের অর্জন

মোট সেবা গ্রহনকারী	পুরুষ ২৯৭০ জন নারী ৩৮৮১ জন

আর্লি চাইল্ড এডুকেশন ৭২২	প্রাথমিক শিক্ষা ৫২২
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ৩৭৮	আবাসন শিশু শিক্ষা ২০১
দৃষ্টিজয়ী শিশু শিক্ষা ৫৩	মোট কর্মী সংখ্যা ২৮১

দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে আমাদের অর্জন

- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ৫৩৬ জন
- ইনকাম জেনারেটিং ৩৭৯ জন
- বৃক্ষরোপণ ১৭২২০ টি
- শস্য বীজ বিতরণ ১০৫ জন
- ল্যাট্রিন বিতরণ - ১০ টি পরিবার

স্বনির্ভর দল ৫০ টি

সদস্য সংখ্যা ৭৬৭ জন

মোট সঞ্চয়	মোট শেয়ার
৭,৯৬,১২৯ টাকা	২৬,৪৯,০১৮ টাকা

ঋণ প্রদান ৫৭,১১,৮৫০ টাকা

শেড বোর্ড কর্মীদের দক্ষতাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৫২ জন

- আই সি ডি পি প্রশিক্ষণ ৮ জন
- কমিউনিকেশন ডেভলপমেন্ট ৪ জন
- রিপোর্ট রাইটিং এবং লিডারশিপ ডেভলপমেন্ট ৭ জন
- ভ্যাট ট্যাক্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২ জন
- সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২ জন
- শেড বোর্ড কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা কর্মশালা ৭ জন
- স্কুল শিক্ষকদের জন্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আধুনিক প্রযুক্তি এবং প্রতিবন্ধী আইনের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২১ জন
- মিখা সেমিনার (নেপাল) ১ জন

শিক্ষা কার্যক্রম

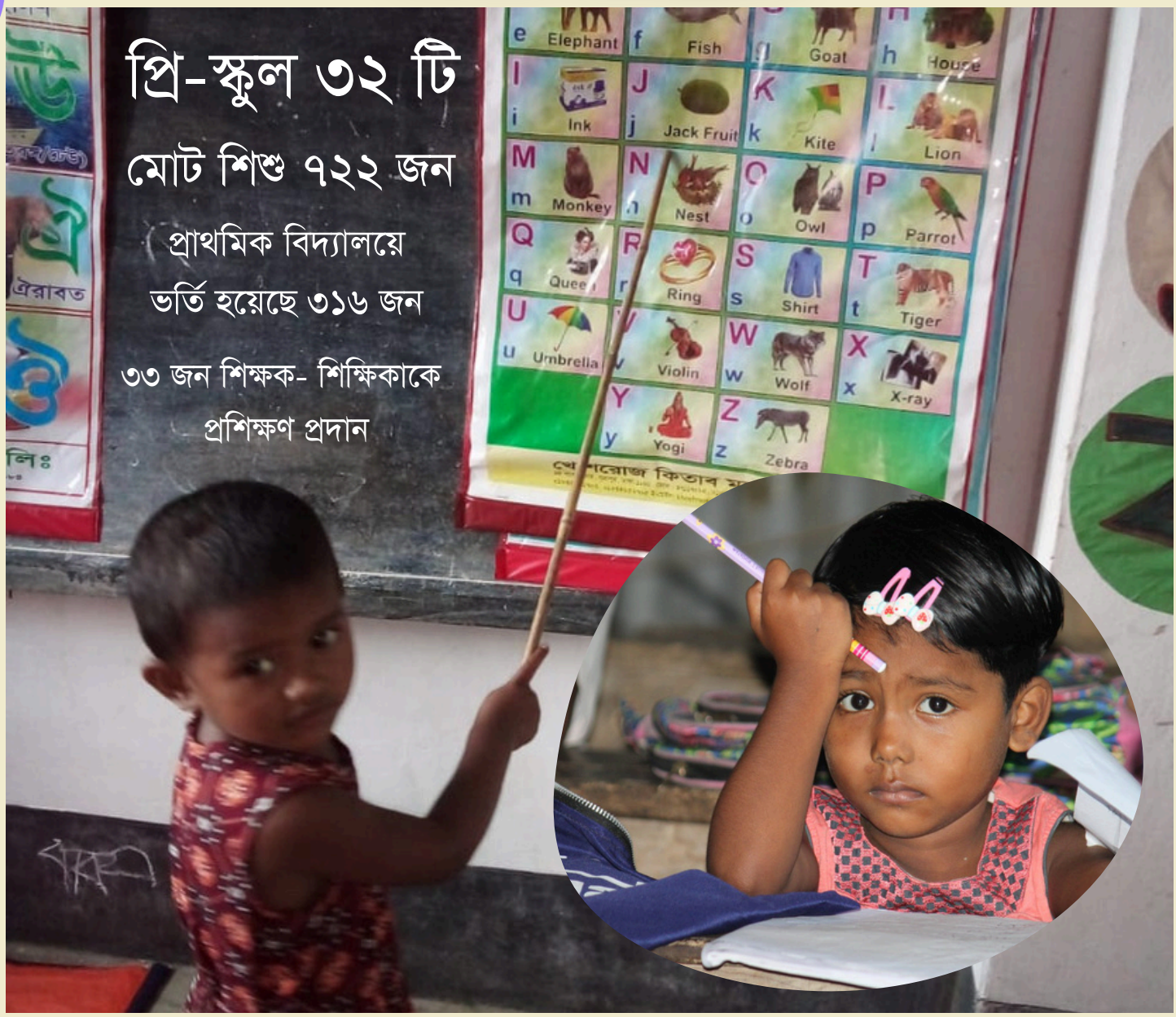

আর্লি চাইল্ড এডুকেশন

শেড বোর্ড শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করছে। শিশু অধিকার নিশ্চিত করতে ও জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ৩ অনুর্দ্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ২ বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এই প্রকল্পের আওতায় বাংলা, ইংরেজি, গণিতের পাশাপাশি শরীরচর্চা, নৈতিকতা ও চিন্তাশক্তি বিকাশের জন্য দলীয় কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশুদের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে তারা স্কুল ও শিক্ষকদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলে এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহনে আগ্রহী হয়।

বর্তমানে শেড বোর্ড বাংলাদেশের ১০টি জেলায় ৩২টি প্রিস্কুল পরিচালনা করছে। যেখানে শিশুরা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনশীলতা, ছবি অঙ্কন, সানডে স্কুল, নাচ, গান ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করছে। এবং যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য অর্জন ২০২৪ খ্রি.

২০২৪ খ্রী. ৩৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শিশু শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যা শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ বছর ৩১৬ জন শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে।এবং ৭২২ জন শিশু প্রি-স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। শিশুদের ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা দিতে সানডে স্কুল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। প্রতি তিন মাস অন্তর অভিভাবক মিটিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষাগত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও নিয়মিত প্রিস্কুল পরিদর্শন নিশ্চিত করা হয়েছে।

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৫ খ্রি.

২০২৫ খ্রী. ৩৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে এবং নতুন শিশুদের প্রি-স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করা হবে। ২০২৫ সালে ভর্তি হওয়া ২৫৮ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে। সানডে স্কুলের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা অব্যাহত থাকবে এবং অভিভাবকদের শিশু অধিকার ও দায়িত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সামাজিক শিষ্টাচার ও নৈতিক শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হবে এবং শিশুদের নিরাপত্তা ও কল্যাণে নতুন "শিশু নীতিমালা" প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। সরকারি নতুন শিক্ষা নীতিমালা অনুসারে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং দাতা সংস্থার সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হবে।

“ভয়কে জয়ের গল্প”

বরিশালের মাধবপাশা গ্রামের ৫ বছর বয়সী বালক নিক্সন সমাদ্দার। নিক্সনের বাবা-মাকে যখন প্রথম তাকে শেড বোর্ড প্রি-স্কুলে ভর্তি করার জন্য বলা হয়েছিল, তখন তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর্থিক সংকট এবং প্রি-স্কুলের পড়বার সুবিধা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তাদের অনিচ্ছুক করে তুলেছিল।

শেড বোর্ড প্রি-স্কুল শিক্ষক, প্রিস্কুলের শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে এবং তাদের অবহিত করে যে, আপনার শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, নৈতিক ও সামাজিক জ্ঞান এবং প্রি স্কুল শিক্ষা শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহজেই ভর্তি হওয়ার সুযোগ তৈরী করবে। এই কথা শুনে তাদের শিশুকে প্রিস্কুলে ভর্তি–করবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।

প্রথমে, নিক্সন ভীতু, লাজুক এবং স্কুলে যোগদানে অনিচ্ছুক ছিলো। স্কুলে যাওয়ার পথে সে কান্না করতো, সবসময় সান্ত্বনার জন্য তার মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতো। কিন্তু মাত্র ছয় মাসের মধ্যে, নিক্সন বদলে যায় এবং স্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে।

এখন নিক্সন আনন্দ ও উদ্যমতার সাথে নিয়মিত স্কুলে যায়, বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করে, ছবি আঁকে এবং ছড়া আবৃত্তি করে। তিনি বাংলা এবং ইংরেজি উভয় অক্ষর শিখেছেন, রবিবার সানডে স্কুলে পড়েন এবং একজন পুলিশ অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। তার বাবা-মা তার বেড়ে ওঠায় অত্যন্ত আনন্দিত এবং লক্ষ্য করে যে তার সন্তানের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে, তারা সেগুলো উপলব্ধি করছে।

নিক্সনের মা বলেন "যদি শেড বোর্ড প্রি-স্কুল না থাকত, তাহলে নিক্সনের এই সুযোগ তৈরি হতো না," এবং আমার সন্তানের এই পরিবর্তন হইতো না।"এই স্কুল তাকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।'

নিক্সনের গল্প শেড বোর্ড প্রি-স্কুলের জীবন-পরিবর্তনের বাস্তব প্রমাণ, যা শিশুদের ভয় কাটিয়ে উঠতে এবং তাদের সম্ভাবনা উন্মোচন করতে সাহায্য করে।

“আলোর পথে এক ধাপ”

রংপুর জেলার প্রত্যান্ত অঞ্চলের আদিবাসি গ্রাম লোহানীপাড়ার একজন মেধাবী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তরুণী প্রিয়ন্তি। প্রিয়ন্তি এমন একটি পরিবারে বেড়ে ওঠা যেখানে তার বাবা একজন কৃষক এবং তার মা একজন গৃহিণী, প্রিয়ন্তির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু যখন সে তার গ্রামের একমাত্র স্কুল শেড বোর্ড প্রি-স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় তখন তার সবকিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

প্রিয়ন্তি স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রথম ভাগে যথেষ্ট অমনোযোগী, রাগী ছিল এবং তার সহপাঠীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা তার জন্য কঠিন বিষয় ছিল। সে প্রায়শই অন্যান্য শিশুদের সাথে ঝগড়া করত এবং কোন কিছু এক সাথে মিলে মিশে করতে চাইতো না। কিন্তু প্রিস্কুল শিক্ষকের যত্ন এবং নির্দেশনা এবং তার বাবা-মায়ের সহায়তার মাধ্যমে, প্রিয়ন্তি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট গুলো পরিবর্তন করতে থাকে।

এক বছরের মধ্যে, পরিবর্তনটি লক্ষণীয় ছিল। প্রিয়ন্তি আরো আন্তরিক হয়ে ওঠে, সহযোগীতার মনোভাব তৈরী হয়, তার সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। তার শিক্ষাগত দক্ষতা এবং মেধাবী ছিল এবং লোহানীপাড়া মিশন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময়, সে একজন আত্মবিশ্বাসী এবং প্রতিভাবান ছাত্রী হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে।সে নিয়মিত ক্লাসে প্রশ্নের উত্তর দিত, তার শিক্ষকদের সম্মান করত এবং স্কুলের সমস্ত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পছন্দ করত।

প্রিয়ন্তির মা তার মেয়ের সাফল্যের জন্য শেড বোর্ড প্রি-স্কুলের ভূমিকাকে কৃতজ্ঞতা জানায়। "এই স্কুল না থাকলে, প্রিয়ন্তি আজ যেখানে আছে সেখানে থাকার এই সুযোগ তৈরি হতো না " ।

প্রিয়ন্তি এখন প্রথম শ্রেণীতে অধ্যায়ন করছে। সে বড় হয়ে একজন নার্স হওয়ার স্বপ্ন দেখে এবং অন্যদের সাহায্য করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। শেখার প্রতি তার আগ্রহ, নিষ্ঠা এবং যীশুর প্রতি ভালোবাসা তার প্রতিটি কাজের মধ্যে ফুটে ওঠে।

কৃতজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতের জন্য আশা নিয়ে, প্রিয়ন্তির বাবা-মা প্রার্থনা করেন যে আরও অনেক শিশু তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং শেড বোর্ড প্রি-স্কুলে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা জীবন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

শেড বোর্ড পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু সরকারি পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে না, বরং সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে নৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ গড়ে তুলতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

১। কেরি মেমোরিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয় (২০০৯ খ্রী. উত্তরবঙ্গ) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষার প্রসারে কাজ করছে।

২। মার্টিন লুথার মেমোরিয়াল জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় (২০২২ খ্রী. খুলনা) কেজি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৩। ব্যাপ্টিস্ট মিশন ইন্টিগ্রেটেড স্কুল (বিএমআইএস) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও সাধারন শিক্ষা ব্যবস্থা সহ মেয়েদের জন্য আবাসিক ও শিক্ষামূলক সুবিধা সম্পন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান।

৪। শেড বোর্ড মুন্ডুমালা প্রাথমিক বিদ্যালয় (২০১৩ খ্রী. তানোর) এইচএমকে- দাতা সংস্থার অর্থায়নে সমাজের সকল শ্রেনীর শিশুদের শিক্ষা প্রদান করছে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলো শিশুর সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করতে শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের অর্জন ২০২৪ খ্রী.

প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পরিক্ষার্থী	এ +	এ	এ-	বি	সি	এফ	মোট	পাসের হার
পার্বতীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭১	৭১	১৪	২১	১২	১৬	৮	-	৭১	১০০%
মুন্ডুমালা প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭২	৭০	৮	১০	১৫	১৭	১৩	৭	৭০	৯০%
বিএমআইএস- প্রা. বিদ্যালয়	১৪১	১৪১	৮১	২৬	১৮	৯	৫	২	১৪১	৯৮%
কেরি মেমোরিয়াল প্রা: বিদ্যা:	২৪১	২২৭	৮৪	৬৩	২৫	২৭	২৪	১	২২৪	৯৮.৬৭%
মোট শিশুর সংখ্যা	৫২৫	৫০৯	১৮৭	১২০	৭০	৬৯	৫০	১০	৫০৬	৯৬.৬৬%

উল্লেখযোগ্য অর্জন ২০২৪ খ্রি.

২০২৪ খ্রী. প্রতিটি শিশুকে নির্ধারিত সময়ে নতুন বই প্রদান করা হয়েছে এবং শিক্ষকরা প্রতি তিন মাস অন্তর তাদের পরিবার পরিদর্শন করেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিক্ষা সফর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্প গুলোর প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে কেরি স্কুলে ভাষা শহীদদের স্মরণে জন্য মিনার তৈরি করা হয়েছে। স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতি তিন মাস অন্তর অভিভাবক সভা আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষকদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, শিশুদের পাঠ্যগত শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা, সামাজিক শিষ্টাচার, স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিশু নিরাপত্তা ও শিশু অধিকারের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

” স্বপ্নজয়ী মিরাজ ”

মিরাজ ইসলাম জীবনের শুরু থেকেই সংগ্রাম করে বড় হচ্ছে। দিনাজপুর, পার্বতীপুর এলাকার ছোট্ট গ্রাম দপ্তরী পাড়ায় তার জন্ম। কখনো কেউ কল্পনাও করেনি, এই ছেলেটির জীবনে একটি ভাল সময় অপেক্ষা করছে।

মিরাজ ইসলাম মাত্র তিন বছর বয়সে, এক রাতে তার বাবা তাদের সকল কে ছেড়ে চলে যান। কেউ জানে না কোথায়, কেন। সেই রাতে তার মা, মোছাঃ মনি আক্তার, দুই ছেলেকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং কান্না করছিল। চোখে ছিল অনিশ্চয়তার ছায়া, কিন্তু তার মা হাল ছাড়েননি। সিদ্ধান্ত নিলেন সন্তানদের মানুষ করবেন। কিন্তু কীভাবে এই দায়িত্ব সম্পন্ন করবে বুঝে উঠতে পারছিলেন না। নিজের বাড়ি ছিল না, ভাড়া বাসায় থাকতেন।শেষ পর্যন্ত মায়ের মন কঠিন এক সিদ্ধান্ত নিল ছেলেদের দিদিমার কাছে রেখে তিনি ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টসে কাজ করবেন।সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গার্মেন্টসে সেলাই মেশিনের কাজ করে কাটে তার দিন।তার একটাই লক্ষ্য মিরাজ আর তার ছোট ভাই যেন ভালোভাবে বেড়ে ওঠে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে।

মিরাজ বড় হতে লাগলো দিদির কাছে। কিন্তু কেবল দিদিমার ভালোবাসাই তো জীবন চালানোর জন্য যথেষ্ট নয়। তাই দশম শ্রেণির ছাত্র মিরাজ পড়াশোনার পাশাপাশি একটি মুদি দোকানে প্রতিদিন চার ঘণ্টা কাজ করতে শুরু করে। সেই টাকায় নিজের লেখাপড়ার খরচ চালায়। সংসার পরিচালনায় কিছুটা আর্থিক সাহায্য করে।

কিন্তু এই পরিশ্রমের মাঝেও তার স্বপ্ন দেখা থামেনি। মিরাজের ইচ্ছে সে বড় হয়ে ব্যবসা করবে। বাংলা সাহিত্য আর ইতিহাস তার প্রিয় বিষয়। বইয়ের পাতায় সে যেন খুঁজে পায় তার নিজের লড়াইয়ের গল্প। ফুটবল খেলা সে ভালোবাসে। সে এখন বুঝতে পাড়ছে জীবন ও জীবিকার জন্য পড়াশুনা করতে হবে এবং লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়।

অবসরে সে দিদিমাকে সাহায্য করে, ঘরের কাজ করে। সর্বদা মনে একটাই সংকল্প একদিন মা আর দিদিমার কষ্টের দিন শেষ করবে, এবং পরিবারের সকলকে একটা সুন্দর জীবন উপহার দেবে।

মিরাজের গল্প কেবল সংগ্রামের নয়, এটি এক অবিচল স্বপ্নজয়ী ছেলের গল্প, যে হেরে যেতে শেখেনি। জীবন যতো কঠিন হোক, সে জানে, একদিন সে জয়ী হবেই। শেড বোর্ড এর কাছে সে কৃতজ্ঞ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

শেড বোর্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষার আলোকে পরিচালিত হয়। এগুলো সরকারি পাঠ্যক্রম অনুসরণ করার পাশাপাশি নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্ব দেয়।

লক্ষ্য: শিক্ষা ও নৈতিকতার আলো ছড়িয়ে সমাজ গঠন এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা।

এই প্রকল্প গুলো শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য দূর করে সকল শিশুর জন্য উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে কাজ করছে।

১। কেরি মেমোরিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দিনাজপুর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষার জন্য গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান।যা দক্ষ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত।

২। মার্টিন লুথার মেমোরিয়াল জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা। আধুনিক পরিবেশ ও শিশুদের জন্য সকল ধরনের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩। ব্যাপ্টিস্ট মিশন ইন্টিগ্রেটেড স্কুল (বিএমআইএস) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য আবাসিক ও অনাবাসিক , সাধারণ শিক্ষামূলক সুবিধাসহ একটি সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সেবামূলক সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে।

আমাদের অর্জন ২০২৪ খ্রী.

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পরিক্ষার্থী	এ +	এ	এ-	বি	সি	এফ	মোট	পাসের হার
কেরি মেমোরিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক: বিদ্যা:	২৪২	২২৭	৮৪	৬৩	২৫	২৭	২৪	৬	২২৭	৯৭.৬২%
মার্টিন লুথার মেমোরিয়াল জুনিয়র মাধ্য: বিদ্যা:	৭৩	৭৩	১২	২৬	১৩	১৪	৬	১০	৭৩	৯০.৪১%
ব্যাপ্টিস্ট মিশন ইন্টিগ্রেটেড স্কুল	৬৩	৬৩	২০	১৯	১২	৬	৪	২	৬৩	৯৮%
মোট শিশুর সংখ্যা	৩৭৮	৩৬৩	১১৬	১০৮	৫০	৪৭	৩৪	১৮	৩৬৩	৯৫.৩৪%

উল্লেখযোগ্য অর্জন ২০২৪ খ্রি.

২০২৪ খ্রী. কেরি মেমোরিয়াল স্কুল থেকে এস এস সি পরীক্ষা দিয়েছিল ৪২ জন, পাশ করে ৩৮ জন, জি পি এ ৫ - পেয়েছে ২ জন, জি পি এ ৪ -পায় ১৪ জন, এ- ১৮ জন, বি ৪ জন। কেরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৪ খ্রী. এ্যাকাডেমিক ভবনের সামনে ভাষা শহীদদের স্মরনে একটি শহীদ মিনার তৈরী করা হয়েছে। পাশাপাশি, নতুন কারিকুলামভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মার্টিন লুথার জুনিয়র হাই স্কুলে শিশুদের খেলাধুলার জন্য কিছু সরঞ্জামাদি স্থাপন করা হয়েছে যা শিশুদের শারীরিক ও মানুষিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। সকল স্কুলে গড় পাশের হার ৯৫.৩৪% ।

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৪ খ্রী.

কেরি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বাস্কেটবল খেলার মাঠ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। স্কুলে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নতুন কারিকুলাম বিষয় শিক্ষকদের সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ভালো ফলাফলের জন্য অতিরিক্ত ক্লাস ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উন্নতমানের শিক্ষা উপকরন ব্যবহার নিশ্চিত করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নে অতিরিক্ত ক্লাস গ্রহন সহ সহযোগী অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। শিশু শিক্ষায় অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রেণীকক্ষে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

আল-মাহির, একজন মেধাবী এবং সদাচারী ছাত্র, ২০২৩ সালে খুলনার মার্টিন লুথার মেমোরিয়াল জুনিয়র হাই স্কুলে পাঠ গ্রহন শুরু করে। কারন তার বাবা চাকরির কারণে বদলি হয়ে খুলনা আসেন। তার বাবা, মো. আব্দুল হান্নান, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, আর তার মা শিরিনা খাতুন, একজন গৃহিণী। তার একটি ছোট ভাই কেজি ক্লাসে লেখা পড়া করছে।

একটি সচ্ছল পরিবার থেকে আসা, আল-মাহিরকে দৃঢ় মূল্যবোধ এবং শৃঙ্খলা দিয়ে লালন-পালন করা শান্ত ছেলে। অল্প বয়সে একটি নতুন স্কুলে তার স্থানান্তর সকলের সাথে মানিয়ে নেয়া কঠিন ছিল, কিন্তু তিনি দ্রুত তার নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার মাঝামাঝি সময়ে স্কুলে যোগদান করা সত্ত্বেও, আল-মাহির তার নতুন পরিবেশের সাথে নির্বিঘ্নে মিশে যান। শুরু থেকেই, তিনি একটি অনুকরণীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন - ভদ্র, নম্র এবং শেখার জন্য আগ্রহী। অনেক শিশু স্কুল স্থানান্তরের পরে মানিয়ে নিতে সংগ্রাম করে, কিন্তু আল-মাহিরের ইতিবাচক মানসিকতা এবং দৃঢ় সংকল্প তাকে যেকোনো প্রাথমিক অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

তার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল সকলের সাথে যোগাযোগ তৈরি করার ক্ষমতা। সহপাঠীদের কাছে মাহি খুবই পছন্দের ছিল এবং শিক্ষকদের কাছে আদরের। অনেক শিশু নতুন সহপাঠীদের সাথে মেলামেশা করতে দ্বিধা বোধ করত। কিন্তু আল-মাহির ক্লাসের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতো এবং তার সহপাঠীদের শিক্ষাগত এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয় উৎসাহিত করতো।

আল-মাহিরের শিক্ষাগত পারফরম্যান্স অসাধারণ ছিল। মাহি ধারাবাহিকভাবে তার ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করতো, সকল বিষয় সে দক্ষতা প্রদর্শন করতো। তবে, তার দক্ষতা কেবল তার পড়াশোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সর্বদা তার সহপাঠীদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল, সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং সহায়তা প্রদান করতো। আল-মাহি কখনো অহংকার বা ঈর্ষার প্রদর্শন করতো না।

তার নেতৃত্বের গুণাবলী শিক্ষার বাইরেও বিস্তৃতি ছিল। সে সক্রিয়ভাবে দলগত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতো এবং সহপাঠীদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করতো। আল-মাহি স্বেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণ করতো এবং উৎসাহের সাথে সকল কাজে নিযুক্ত হইতো যা তার কাছে নতুন ছিল। অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার এবং শেখার আগ্রহ তার ব্যক্তিগত বিকাশে আরও অবদান রেখেছিল।

মার্টিন লুথার মেমোরিয়াল জুনিয়র হাই স্কুলে আল-মাহিরের দুই বছর শিক্ষা গ্রহন করে এবং সকলের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে। তার অনুকরণীয় চরিত্র, শিক্ষাগত উৎকর্ষতা এবং অন্যদের উন্নীত করার ইচ্ছা তাকে স্কুলে একজন আদর্শ ছাত্র করে তুলেছিল।

২০২৫ সালে, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর, তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াশোনার জন্য একটি ভাল স্কুলে ভর্তি হয়। মার্টিন লুথার মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র - ছাত্রি সকলে তার কথা স্মরণ রেখেছে তার কার্যক্রম সকলকে অনুপ্রাণিত করে।

উপসংহার: আল-মাহিরের যাত্রা একটি শিশুর শিক্ষায় দৃঢ় মূল্যবোধ, ইতিবাচক মনোভাব এবং উদ্দিপনা শক্তির প্রভাব তুলে ধরে। মাহির ভালবাসা, সৃজনশীলতা, কাজের উদ্দিপনা অন্য সকল শিক্ষার্থীদের অনুপ্রানিত করে। মাহি প্রমান করেছে প্রকৃত সাফল্য কেবল ব্যক্তিগত অর্জন নয় বরং অন্যদের উন্নতির পথও নির্দেশ করে।

আবাসিক শিশু শিক্ষা

শেড বোর্ড পরিচালিত ব্যাপ্টিস্ট হোস্টেল গুলো বিবিসিএস-এর আওতাধীন ১০টি আঞ্চলিক সংঘের খ্রীষ্টিয়ান পিতা-মাতাহীন ও দরিদ্র বালক ও বালিকা শিশুদের জন্য আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করে। ১০ টি ব্যাপ্টিস্ট আঞ্চলিক সংঘের দরিদ্র ও অনাথ শিশুরা এখানে আবাসন সুবিধা সহ পড়াশোনার সুযোগ পায়। এলএমআই-জার্মানি এই শিশু সদনের একমাত্র দাতা সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। যার ফলে শিশুরা শারীরিক, মানসিক, কারিগরী দক্ষতা ও আত্মিকভাবে বেড়ে উঠছে। আমাদের উদ্দেশ্য অদূর ভবিষতে যাতে শিশুরা সমাজে এবং নিজ পরিবারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

১। ব্যাপ্টিস্ট বালিক হোস্টেল দিনাজপুর, ২। ব্যাপ্টিস্ট বালক হোস্টেল, দিনাজপুর, ৩। ব্যাপ্টিস্ট শিশু সদন, খুলনা, ৪। দৃষ্টি প্রতিবন্ধি স্কুল , (বি এম আই এস) মিরপুর, ঢাকা।

লক্ষ্য: পিতা-মাতাহীন এবং দরিদ্র শিশুদের আবাসন ও শিক্ষার সুযোগ দিয়ে ধর্মীয় আদর্শে গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য: পিতা-মাতাহীন, দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া, আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা, কারিগরি ও গৃহস্থালি দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সক্ষমতা তৈরি করা, শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

আমাদের অর্জন ২০২৪ খ্রী.

আবাসিক শিশু শিক্ষা/ শিশু সদন	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পরিক্ষার্থী	এ +	এ	এ-	বি	সি	এফ	মোট	পাসের হার
ব্যাপ্টিস্ট বালিকা হোস্টেল, দিনাজপুর	৫৮	৫৮	১০	২১	২০	৭	-	৩	৫৮	৯৮%
ব্যাপ্টিস্ট বালক হোস্টেল, দিনাজপুর	৪৪	৪৪	১৩	১৩	৬	১২	-	-	৪৪	১০০%
ব্যাপ্টিস্ট শিশু সদন, খুলনা	৭৫	৭৫	৯	১৮	৯	১০	১৬	৬	৭৫	৭৫%
ব্যাপ্টিস্ট দৃষ্টি প্রতিবন্ধি হোস্টেল, মিরপুর ১০	২৪	২৪	৫	৮	৭	-	৩	১	২৪	৯৯%
মোট শিশুর সংখ্যা	২০১	২০১	৩৭	৬০	৪২	২৯	১৯	১০	২০১	৯১%

উল্লেখযোগ্য অর্জন ২০২৪ খ্রি.

২০২৪ খ্রী. ব্যাপ্টিষ্ট হোস্টেল, দিনাজপুরে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলনী আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৪ খ্রী. শিক্ষার্থীরা ৯১% সফলতা অর্জন করেছে। শিশুদের ধর্মীয় কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ঘর ওয়্যারিং, চুল কাটা, নাচ-গান, পারিবারিক চাষাবাদসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। খুলনা শিশু সদনে পুকুর পাইলিং, নিরাপত্তা গ্রিল তৈরি করা হয়েছে। বালিকা হোস্টেলের ডাইনিং রুম ও আসবাবপত্র মেরামত সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সফর, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

সুমাইয়া সরেনের অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা

সুমাইয়া সোরেন ২০১৩ খ্রী. মাত্র ছয় বছর বয়সে হোস্টেলে ভর্তি হয় । সে একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী থেকে এসেছে। যেখানে দারিদ্র্য, মাদকাসক্তি ও কুসংস্কার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। তার গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত, স্বাস্থ্যসেবা অনুন্নত এবং মানসম্মত শিক্ষার অভাব রয়েছে যথেষ্ট।

তার বাবা শাহিব সোরেন একজন দিনমজুর, যিনি তার বৃহৎ যৌথ পরিবারের ভরণপোষণ করেন। পরিবারের মধ্যে দাদা-দাদি, ভাই-বোনসহ অনেকেই রয়েছেন। পারিবারিক অভাব-অনাটন এর কথা বিবেচনা করে, ব্যপ্টিষ্ট বালিকা হোস্টেল তাকে নিরাপদ পরিবেশ ও শিক্ষার সুযোগ প্রদান করে।

হোস্টেলের সহায়তায় সুমাইয়া ধীরে ধীরে একজন মেধাবী ও প্রতিভাবান শিক্ষার্থী হিসেবে বিকশিত হয়েছে। সে শুধু পড়াশোনায় নয়,নৃত্য,গান এবং খেলাধুলার মতো সহশিক্ষা কার্যক্রমেও পারদর্শী হয়ে উঠেছে। সঙ্গীতের প্রতি তার গভীর আগ্রহ রয়েছে এবং সে হারমোনিয়াম, তবলা ও ড্রাম বাজাতে দক্ষতার পরিচয় দেয়। তার উদার মনোভাবের কারণে, সে ছোট শিক্ষার্থীদের হারমোনিয়াম ও অ্যাকশন গান শেখাতে সাহায্য করে।

বর্তমানে, সুমাইয়া দশম শ্রেণি সম্পন্ন করেছে এবং বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার স্বপ্ন একজন ডাক্তার হয়ে তার সম্প্রদায়ের সেবা করা।শেড বোর্ড এবং এলএমআই প্রতি রয়েছে তার কৃতজ্ঞতা। আমরা তার স্বপ্ন পূরণে সাফল্য কামনা করি।

অনামিকা মিনজের রূপান্তরের গল্প

অনামিকা মিনজী ২০১৯ খ্রী. মাত্র সাত বছর বয়সে হোস্টেলে ভর্তি হয় এবং তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা শুরু করে। তার শৈশবকাল ছিল নানা চ্যালেঞ্জে ভরা, কারণ তার বাবা - সোনাতন মিনজী, মদ্যপানের সাথে লড়াই করতেন। যার ফলে তার মা-লিলিতা মিনজী, পরিবার ছেড়ে চলে যান। তাকে তার দাদী একটি পুরনো এবং ভাঙ্গা বাড়িতে লালন-পালন করতেন।

হোস্টেল কর্তৃপক্ষ যখন তার বাড়িতে যান, তখন তারা তার পারিবারিক ও আর্থিক পরিস্থিতি দেখে তাকে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করেন। ব্যাপ্টিষ্ট বলিকা হোস্টেল নিশ্চিত করেন তার নিরাপদ বন্ধুশুলভ বাসস্থান, দায়িত্বশীল পড়াশুনার ব্যবস্থা এবং সুস্বাস্থ্য সুযোগ। ভর্তির সময় অনামিকা অপুষ্টিতে ভুগছিল এবং সুষম খাদ্যের অভাব ছিল।

হোস্টেলে যোগদানের পর, আমরা তাকে তার অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য যথাযথ যত্ন, পুষ্টি এবং মানসিক সহায়তা প্রদান করি। তার মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি, আমরা তাকে সঙ্গীত ক্লাস, ছবি আঁকা, বাগান করা এবং আধ্যাত্মিক সেবা সহ অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করি, যাতে সে অতীতের মানসিক আঘাত থেকে সেরে উঠতে পারে এবং প্রগতিশীল নতুন একটি সুন্দর জীবন গড়তে পারে।

এই সহায়তার মাধ্যমে, অনামিকা একজন মেধাবী ও উদ্যমী ছাত্রী হয়ে উঠেছে। সে খেলাধুলা, অ্যাকশন গান এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সে একজন প্রতিভাবান গায়িকা এবং বর্তমানে অন্যান্য শিশুদের ও গান শিক্ষায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। বর্তমানে নবম শ্রেণিতে লেখাপড়া করা অনামিকা বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা করছে এবং ভবিষতে নার্সিং বি.এস. সি. ডিগ্রি অর্জন করতে চায়। তার স্বপ্ন তার সম্প্রদায়ের সেবা করা এবং দুর্বল শিশুদের সহায়তা করা। শেড বোর্ড এবং এল এম আই এর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। আমরা তার ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য কামনা করি।

সুমন ইয়োব বালার সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প

ব্যাপ্টিষ্ট শিশু সদনের ছাত্র সুমন ইয়োব বালা'র সংগ্রাম ও সফলতার গল্প। সুমনের বাবা, যোসেফ বাদল বালা, তার প্রথম স্ত্রী চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সুমনের বাবা তার মায়ের চেয়ে অনেক বেশি বয়সী ছিলেন, ফলে পরিবারে নানা সমস্যা লেগেই থাকতো। সুমনের মায়ের নাম ছিল মিসেস অঞ্জু বিশ্বাস।

সুমন তিন ভাই-বোনের মধ্যে একজন। সুমন ২০১২ খ্রী. খুলনা জেলার সদর থানার অধীনে মাস্টার পাড়ায় একটি নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।

তার বাবা কাঠমিস্ত্রীর কাজ করতেন, তবে তার উপার্জন দিয়ে কোনো রকমে পাঁচজনের খরচ চলতো। কিন্তু বয়সের কারণে এবং বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার ফলে তিনি কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে, সুমনের মা বিভিন্ন স্থানে গৃহপরিচারিকার কাজ করে পরিবারের খরচ বহন করতে থাকেন। তবে এই আয়ে সংসারের প্রয়োজন মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে।

পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে সুমনের লেখাপড়া প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তার বাবা যখন পুরোপুরি কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, তখন তার মা বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নেন সুমনকে শিশু সদনে দেবার। আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতা এবং কয়লাঘাট ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের পালক মহাশয়ের সুপারিশের মাধ্যমে সুমন শিশু সদনে ভর্তির সুযোগ পায়।

শিশুসদনের নতুন পরিবেশে সুমন প্রথমে মানিয়ে নিতে কিছুটা অসুবিধায় পড়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সে সেখানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

পড়াশোনায় অসাধারণ সাফল্য: সুমন বরাবরই পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ছিল। শিশু সদনে ভর্তি হওয়ার পর থেকে সে প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে। ২০২০খ্রী. শিশু শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করে এবং প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হয়। এরপর ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণিতেও সে ধারাবাহিকভাবে প্রথম স্থান অর্জন করে। সুমন অত্যন্ত মনোযোগী ও ধৈর্যশীল শিক্ষার্থী। সে নতুন কিছু শেখার জন্য সবসময় আগ্রহী থাকত এবং কঠোর পরিশ্রম করত।

বাবার মৃত্যু ও মানসিক ধাক্কা: সুমনের বাবা হঠাৎ একদিন ব্রেন স্ট্রোক করেন এবং তিন মাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর মারা যান।

২০২৩ খ্রী. আগস্ট মাসে, বাবার অসুস্থতার খবর শুনে সুমন হোম থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে যায়। কিছুদিন পর সে জানতে পারে, তার বাবা মারা গেছেন। বাবার মৃত্যু সুমনের জন্য এক বিশাল ধাক্কা ছিল। তার ছোট্ট মনের মধ্যে এক পৃথিবী কষ্ট চলে আসে। সে কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলে এবং সারাক্ষণ তার বাবার স্মৃতিতে মগ্ন হয়ে থাকতো।

নতুন আশার আলো:সুমনের মা, অঞ্জু বিশ্বাস, তিনটি সন্তানকে ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় একটি জুট মিলে শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি চান, তার সন্তানরা যেন ভালোভাবে শিক্ষালাভ করতে পারে এবং একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

ভবিষ্যৎ স্বপ্ন: সুমনের স্বপ্ন একদিন বড় হয়ে সে একজন শিক্ষক হবে এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য কাজ করবে। সে মনে করে, তার মতো অনেক শিশু রয়েছে যারা দরিদ্রতার কারণে তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে না। সে চায়, এমন শিশুদের জন্য কাজ করে তাদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে।

সে বুঝতে শিখেছে, জীবন অনেক কঠিন, তবে শিক্ষা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।

উপসংহার: সুমনের জীবন আমাদের জন্য এক বড় অনুপ্রেরণা। ছোট্ট একটি শিশু, যার জীবন নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গেছে, কিন্তু সে কখনো হাল ছাড়েনি। সে তার স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে।

এই গল্প আমাদের শেখায়, জীবন যত কঠিনই হোক না কেন, যদি আমরা শিক্ষা এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এগিয়ে যাই, তাহলে আমাদের স্বপ্নগুলোও একদিন বাস্তবায়িত হবে। আমরা বিশ্বাস করি, সুমন একদিন তার সংকল্প অনুযায়ী বড় হয়ে মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে।

সুমনের জন্য আমাদের শুভকামনা রইল। আমরা আশা করি, সে তার জীবনে সাফল্য অর্জন করবে এবং তার মা ও দুই বোনের মুখে হাসি ফোটাতে পারবে।

খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনা

খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনা (সিএইচসি) দক্ষতা, নিষ্ঠা ও মানবিকতার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে চলেছে। খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে হাসপাতালটি অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে খ্রীষ্টের ভালোবাসার মাধ্যমে সেবা প্রদানের আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে।

সিএইচসি-এর অবদান ও কার্যক্রম: এই হাসপাতাল শুধুমাত্র চিকিৎসাসেবা প্রদান করে না, বরং মানবতার সেবায় অটল থেকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রেখে কাজ করে যাচ্ছে।প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এটি সাধারণ চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার, প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা, ডেন্টাল কেয়ার, ফিজিওথেরাপি, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রসূতি পরিচর্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা দিয়ে আসছে। বর্তমানে ১০০ শয্যার এই হাসপাতালের মধ্যে পুরুষদের জন্য ৫৪টি, মহিলাদের জন্য ৪৫টি এবং শিশুদের জন্য ১০টি শয্যা রয়েছে।

নার্সিং প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা: সিএইচসি স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি দক্ষ নার্স তৈরির একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।এটি হাজার হাজার সুবিধাবঞ্চীত শিক্ষার্থীকে নার্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে, যা তাদের পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে ও বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে ৫,০০০-এর বেশি দক্ষ নার্স দেশ ও বিদেশে সফলতার সঙ্গে কাজ করছেন, যা খ্রীষ্টিয় সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম: হাসপাতালের মূল চিকিৎসা কার্যক্রমের পাশাপাশি এটি বিভিন্ন সামাজিক ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিচালনা করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ১। জেনারেল হাসপাতালের পরিষেবা, ২। কুষ্ঠ রোগীদের সেবা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, ৩। পেশাদার ও দক্ষ নার্স তৈরির প্রশিক্ষণ। ৪। কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ প্রজেক্ট এবং ৫। গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবায় কেন্দ্র: সিএইচসি-এর পরিচালনাধীন চারটি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র রয়েছে যথা (শান্তিকুঠির, মল্লিকবাড়ি, রুহীয়া ও কাঠিরা) প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কম খরচে মা ও শিশু সহ সকলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস ও মানবিক মূল্যবোধের আলোকে পরিচালিত খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনা শুধুমাত্র একটি চিকিৎসাকেন্দ্র নয়, বরং এটি সেবা, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়নের এক মহৎ খ্রীষ্টিয়ান প্রতিষ্ঠান। ভবিষ্যতেও এটি মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সুস্থতার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

স্বাস্থ্য সেবা

খ্রীষ্টিয়ান হসপাতাল চন্দ্রঘোনা

উল্লেখযোগ্য মা ও শিশু স্বাস্থ্য, ল্যাপারোস্কোপি সার্জারি , এন্ডোস্কোপি, এক্স-রে, ইকোকার্ডিওগ্রাম , কম্পিউটারাইজড রেডিওগ্রাফি সেবা।

খ্রীষ্টিয়ান লেপ্রসী সেন্টার

এটি একটি ৬০-শয্যা বিশিষ্ট কুষ্ঠরোগিদের সেবা প্রদান সেন্টার বর্তমানে সিএইচসি আয় থেকে কেন্দ্রটি পরিচালনা করা হচ্ছে। সম্পূর্ন বিনামূল্যে এখানে সেবা দেয়া হয়।

নার্সিং ইনস্টিটিউট

নার্সিং ইনস্টিটিউশন ধর্ম বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠীর উর্ধ্বে থেকে রোগীদের সামগ্রিক যত্নে পেশাদারিত্বের সাথে খ্রিষ্টের প্রেম ও মূল্যবোধকে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রচার এবং উচ্চ-মানের নার্সিং শিক্ষা প্রদান করা ।

কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ্ প্রজেক্ট

সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, পিছিয়ে পরা ও দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যে সেবার আওতায় নিয়ে আসা এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র

শেড বোর্ড পরিচালিত বন্ধ হয়ে যাওয়া ৪ টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পূনরায় চলমানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে মল্লিকবাড়ী চালু হয়েছে ও রুহীয়া চালুও করবার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনার অর্জন

খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনা (সিএইচসি) এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪খ্রী. হাসপাতালের কার্যক্রম, রোগীর পরিসংখ্যান গত তথ্যের সারসংক্ষেপ।

১. জরুরি বিভাগ:

- মোট জরুরি রোগী: ৩,৪৪০, পুরুষ ৭৬৯ জন , মহিলা ২,১৩০ জন , শিশু ৫৪১ জন ।
- সর্বাধিক সাধারণ রোগ নির্ণয়: চিকিৎসা ১,৯৮৪ জন, অস্ত্রোপচার ১,৩১৭ জন, এবং প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ ১,১১১ জন।

২. বহির্বিভাগ (OPD):

- মোট OPD রোগী: ১৭,৯৫৩, পুরুষ, ৩,৩৮৭ জন , মহিলা ১১,৯৩৬ জন , শিশু ২,৬৩০ জন ।
- অর্থপ্রদানের ধরণ: নগদ ৯,৮০৯, দরিদ্র তহবিল ২,৪৮৪, কর্মী ৪৭৬, এবং অন্যান্য।

৩. ইনপেশেন্ট ভর্তি:

- মোট ভর্তি: ৪,৯২০ জন, পুরুষ ৭৭৩ জন, মহিলা ৩,৪৮৭ জন, শিশু ৭১২ জন।
- সাধারণ চিকিৎসা ২,৪৬২ জন, অস্ত্রোপচার ১৭৮ জন, এবং স্ত্রীরোগ ৪০৭ জন।

৪. অপারেশন থিয়েটার (ওটি) সেবা প্রদান:

- মোট অস্ত্রোপচার: ১,২৫৭ জন, ৭৩৯ জন, সাধারন, ২৫৪ জন জটিল।
- সর্বাধিক সাধারণ পদ্ধতি: এলএসসিএস ৭৩৯ জন, ডিএন্ডসি ২৫৪ জন, এবং এনভিডি ৯ জন।

৫. ফার্মেসি:

- ২৪ ঘন্টার ফার্মেসী সেবা চলমান রয়েছে।

৬. ল্যাবরেটরি:

- মোট পরীক্ষা পরিচালিত: ৮৮,৬৪৭ জন, ভর্তি রোগী ৫২,৭৮৭ জন, বহি:র্বিভাগীয় ৩৬,২৯৩ জন।
- সাধারণ পরীক্ষা: নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা ৪৪,২৯৬ জন, প্রস্রাব পরীক্ষা ৬,৫৬৭ জন, এবং যৌন সংক্রামক রোগ (এসটিআই) স্ক্রিনিং ৭,৯৮৪ জন

৭. এক্স-রে এবং ইসিজি:

- মোট এক্স-রে: ২,৬৩৩ জন, পুরুষ১,১২২ জন , মহিলা ১,০৬৮ জন, শিশু ৪৪২ জন।
- মোট ইসিজি: ১,৩৬২ জন, পুরুষ ৫৩২ জন, মহিলা ৮৩০ জন।

৮. ফিজিওথেরাপি:

- মোট সেশন: বহির্বিভাগীয় রোগী ৭৩৬ জন , ইনপেশেন্ট ১৬৫ জন।
- ৫৫৬ জন এমসিআর জুতা, ১৭০ জন এমসিআর মেরামতকারী সহায়ক ডিভাইস সরবরাহ করা হয়েছে।

৯. নার্সিং ইনস্টিটিউট:

- মোট শিক্ষার্থী: নার্সিংয়ে ডিপ্লোমা ১৪৭ জন , জুনিয়র মিডওয়াইফারি ২০ জন ।
- স্নাতক: নার্সিংয়ে ডিপ্লোমা ৩০ জন, জুনিয়র মিডওয়াইফারি ২০ জন

১০. কমিউনিটি লেপ্রসি সেন্টার সিএলসি:

- মোট ভর্তি: ১১১ জন (৮৫ জন পুরুষ, ২৬ জন মহিলা)।
- সাধারণ: আলসার ১০৫ জন, টাইপ ১ - ১জন, টাইপ ২ -৫ জন।

১১. কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মসূচি:

- স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করা, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করা এবং কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার উপর মনোযোগ দেওয়া।
- মূল অর্জন: কম জন্ম ওজন হ্রাস ৩৪.২৫%, ANC পরিদর্শন বৃদ্ধি ৭১.৩৩%, এবং VAW ঘটনা হ্রাস ৪১%।

সামাজিক উন্নয়ণ কর্যক্রম

ইন্ডিজিনিয়াস উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট প্রকল্প

শেড বোর্ড-আদিবাসী মহিলা ক্ষমতায়ন প্রকল্প ২০১৩ খ্রী. থেকে রাজশাহী জেলার, তানোর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে যথা- মুণ্ডমালা, পাঁচন্দর, কলমা , তালন্দ ,বাঁধাইর ,সরনজায়। সংখ্যালঘু আদিবাসী নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। প্রকল্পটি মহিলা সমিতি গঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে এবং নারীদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির, জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন করছে। এছাড়া বিনামূল্যে, বৃক্ষরোপন, বীজবিতরন, স্বাস্থ্যসন্মত টয়লেট স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে ।

লক্ষ্য: একটি ন্যায়সংগত ও বাসযোগ্য সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে আদিবাসী নারীরা স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও আত্মকর্মসংস্থান মাধ্যমে উন্নত জীবন ও জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

উদ্দেশ্য: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার ও জীবিকা উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। নারীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। আদিবাসী নারীদের তৃণমূল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে আদিবাসী নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং একটি টেকসই সামাজিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পাড়বে।

উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০২৪ খ্রি.)

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

- ৬ টি ইউনিয়ন, মোট ৪২ টি ক্ষুদ্র দল
- সদস্য সংখ্যা মোট ৫৬৯ জন
- শেয়ার- ২২,৬৩৬৭৮/-, সঞ্চয় ৪,৯০৬১৪/-
- ঋণ গ্রহণকারী ২৩২ জন
- ঋণ প্রদান- ৫২,৯৬,০০০/-
- আয় হয়েছে- ৬,৪৮৩৮৭/-

প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

শেড বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পের আশপাশের আদিবাসী ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর শিশুরা শিক্ষা লাভ করছে। বর্তমানে ৭২ জন শিশু স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করছে। ২০২৪ খ্রী. পাশের হার ৯০ % ।

সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- নেতৃত্ব উন্নয়ণ প্রশিক্ষণ ৩০ জন
- নারী দিবস পালন ৪২ জন
- মাদক বিষয়ক সচেতনতা ৮০ জন
- সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি ৫৭ জন
- ক্রেডিট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৪৫ জন
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষক প্রশিক্ষণ ৫১ জন
- মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ৭৯ জন
- টিবি এবং এইচআইভি এইডস ২৪ জন
- স্বাস্থ্য সন্মত টয়লেট বিতরণ ১০ টি পরিবার

দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- দক্ষতা উন্নয়ন (সবজি চাষ) ২৬ জন
- দক্ষতা উন্নয়ন (লাইভ স্টক) ৮১ জন
- দক্ষতা উন্নয়ন (ধান ও গম চাষ) ২৬ জন
- যব ক্রিয়েশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৫৩ জন
- ধান ও গম বীজ বিতরণ ৮০ জন- ২৫ জন
- ফলজ বৃক্ষ বিতরন - ১০২ জন (নারকেল)

সোনালী দিনের আশায় শান্তনা সরেন

শান্তনা সরেন রাজশাহী জেলার অর্ন্তগত তানোর উপজেলার, উত্তর কাজীপাড়া, আদিবাসী খ্রীষ্টান এলাকায় তার বসবাস। শান্তনা সরেন পেশায় গৃহিনী। স্বামী: শীতনাথ মুরমু পেশায় দিন মজুর। এক কন্যা সন্তান, এক পুত্র সন্তান ও শশুর - শাশুরী নিয়ে তাদের জীবন সংসার।

শান্তনা সরেন শেড বোর্ড সমিতির একজন সদস্য। পরিবারের স্বামী একমাত্র আয়ের উৎস, ভিটামাটি ছাড়া তার কোন চাষাবাদের জমি নেই। স্বামীর সামান্য আয়ে সংসারে সবার খাদ্য চাহিদা যোগান দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। শিশুদের পুষ্টিকর খাবার যোগান দেওয়া পরিবারের পক্ষে একটি কষ্ঠসাধ্য বিষয়। কাজের সন্ধানে তিনি একস্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়ায়।

শান্তনা সরেন প্রতি মাসে সামান্য অর্থ সঞ্চয় শুরু করেন। শেড বোর্ড এর মাধ্যমে শান্তনা সরেনকে বিভিন্ন বিষয় আয় বৃদ্ধি মূলক ও সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছে।এই প্রশিক্ষনের মধ্য দিয়ে মানুষের ভেতরের শুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলা হয়। যাহাতে সে যোগ্য রুপে নিজেকে তৈরি করতে পারে। সমাজের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পথ সৃষ্টি হয় একটি সেতুবন্ধন তৈরি হয় যা একজন মানুষকে পরিপাক্ক করে গড়ে তোলে।

শান্তনা সরেন ২০১৮ খ্রী. পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ছাগল পালন শুরু করেন। প্রাথমকি পযার্য় তিনি ক্ষতির সন্মুখীন হন উন্নয়নে বাধাগ্রস্থ হন। তিনি বুঝতে পারেন, পশু পালন ছাড়া সংসারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তিনি ২০১৯খ্রী. দশ হাজার টাকা নিয়ে একটি গোয়াল ঘর তৈরি করেন। ২০২০খ্রী. বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটি গরু পালন শুরু করেন। পশু পালনের মধ্য দিয়ে পরিবারের আর্থিক অবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্তনের ছোয়া লাগতে শুরু করে। পশু পালনের পাশাপাশি তিনি ১ বিঘা ধানের জমি ইজারা চাষাবাদ শুরু করেন, ফলে পরিবারের খাদ্যে যোগান হয়। আবার অন্য দিকে গরুর খাদ্য খড় হিসাবে ব্যবহার করা সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলে তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়।

তিনি ২০২১খ্রী. ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এই অর্থ দিয়ে গরু পালনের পাশাপাশি ছাগল পালন ও ধান চাষাবাদ শুরু করেন। শান্তনা সরেনের পরিবারে আয় বৃদ্ধি পায় এবং ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার খরচ তিনি নিজে বহন করনে। এখন তিনি তার স্বামীকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। তিনি এক সময় স্বামীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন! তিনি এখন নিজে আয় করতে পারেন নিজে খরচ করতে পারেন। এই পরিবারটি শেড বোর্ডের সহযোগিতায় জীবনে আশার আলো খুজে পেয়েছেন। স্বামীর পাশাপাশি নিজের আয় দিয়ে তিনি সোনালী দিনের স্বপ্ন বুনছে শান্তনা সরেন। তিনি ভবিষতে তার আয় আরো বৃদ্ধি করতে চান মেয়েকে নার্সিং পড়াবেন। ছেলেকে দিয়ে একজন সরকারি উচ্চ পদে অফিসার করবেন। শেড বোর্ড প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পর তার জীবন ইতিবাচক পরিবর্ত করে তাই সে প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞ।

নারীর ক্ষমতায়নে বিশোকা হেমব্রম

বিশোকা হেমব্রম রাজশাহী জেলার, তানোর উপজেলার, বাধাউড় ইউ: উচাঁডাঙ্গা আদিবাসী খ্রীষ্টিয়ান পাড়ায় বসবাস করেন। বিশোকা হেমব্রম শেড বোর্ড উচ্চাঁডাঙ্গা মহিলা সমিতির একজন সদস্য। স্বামী শিমুল মুরমু পেশায় কৃষক। সংসারে তিন কন্যা সন্তানের মা বিশোকা হেমব্রম।

বিশোকা হেমব্রমের স্বামীর ১০ কাঠা বাড়ী জমি ছাড়া কোন সহায় নাই । বিশোকা ছিল সহজ সরল একজন গৃহিণী, কাজকে তিনি ভালবাসতেন, কোন কাজকে ছোট মনে করতেন না। তিনি একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী এবং প্রার্থনাশীল নারী। তিনি শুধু আদর্শ নারী নন পাশাপাশি তিনি সামাজিক মনের মানুষ এবং চার্চের সাথে তার সুসম্পর্ক রয়েছে।

বিশোকার অত্যন্ত কঠিন জীবন, ঝড়-বৃষ্টি, রোদ- ঠান্ডা এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ফসল চাষ করে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চেষ্ঠা করেন। তিনি শেড বোর্ডের বিভিন্ন বিষয় প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। যেমন, চাষাবাদ এর জন্য কৃষি বিষয়ক, এছাড়া (মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সুশাসন, নেতৃত্ব) ইত্যাদি বিষয় প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহনের মাধ্যমে নিজকে বিকশিত করার চেষ্টা করেন। প্রশিক্ষণের শিক্ষা গ্রহনের পরে বিশোকা ধান, গম, সরিষা, আলু, বেগুন, টমেটো, মরিচ, মশুর, ইত্যাদি ফসল ও সবজি চাষ করেন। বর্তমান তিনি ১২ বিঘা জমিতে বিভিন্ন ফসল সবজি চাষ করেন। বিশোকা পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সবজি চাষ শুরু করেন। তিনি প্রতি বছর ঋণ নিয়ে জমি লিস গ্রহন করেন বেশি বেশি করে কৃষি কাজ করেন। তার লাভের অর্থ দিয়ে গরু পালন করতে শুরু করেন। দ্বিতীয় বারে শেড বোর্ড থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নিজের জমানো অর্থ দিয়ে একটি ট্র্যাক্টর ক্রয় করেন। তিনি নিজের ১২ বিঘা জমি নিজে চাষাবাদ করে। এই ট্র্যাক্টর দিয়ে অন্যের জমি চাষ করে বছরে একলক্ষ টাকা আয় করেন। তিনি গরু, ছাগল ও ভেড়া পালন করছেন। পশু পালনের মধ্য দিয়ে তিনি বছরের ৭০-৮০ হাজার টাকা আয় করেন। তিনি বর্তমান বছরে ২ বিঘা জমিতে টমেটো ও বেগুন চাষাবাদ করেন।

বিশোকা যে দারিদ্রতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন তা তিনি দুই বা এক বছরের তা সম্ভব হয়নি। তার এবং তার স্বামীর কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আজকের সফলতায় উপনীত হয়েছেন। নিজ আয়ের অর্থের দিয়ে তিনি দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। মেজো মেয়ে নিয়ে তার স্বপ্ন, সে বড় অফিসার হবে। বিশোকা হেমব্রম একজন শেড বোর্ড সমিতির আদর্শ সদস্য তিনি নিজের প্রচেষ্টায় ভূমিহীন পর্যায় থেকে তিনি এখন ১২ বিঘা জমি চাষাবাদ করেন। তিনি অদম্য পরিশ্রমী, তিনি জীবনকে জীবিকায় রুপান্তর করার এক নতুন কারিগর।তিনি অক্ষরজ্ঞান হীন কিন্তু কৃষি কাজে যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, একজন সাধারণ নারীর কাছে সহজ বিষয় নয়। তিনি কৃষি কাজে যে রুপান্তর ঘটিয়েছেন শেড বোর্ড সমিতি ইতিহাসে বিরল একটি ঘটনা। কৃষি কাজের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ণে বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। শেড বোর্ডের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। তিনি একজন নারী হিসেবে পুরুষের পাশাপাশি থেকে সমান ভাবে কাজ করে যে সফলতা অর্জন করেছেন তা অবিস্মরনীয়।

কম্প্রিহেনসিভ প্রভার্টি রিডাকশন প্রকল্প

শেড বোর্ড (সিপিআরপি) প্রকল্প প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজে মর্যাদাপূর্ণ জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। এলএমআই-জার্মানির আর্থিক সহায়তায় পাখিরচালা, ভালুকা এবং শান্তিকুটির, কোটালিপাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান, সঞ্চয় ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

লক্ষ্য: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা, যেখানে স্থানীয় সম্পদ ও সেবার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কমিউনিটি বেইজড অরগানাইজেশন (সিবিও) গঠন করা।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সম্পদ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মোকাবিলার সক্ষমতা গড়ে তোলা।
- সামাজিক সাম্য, সু-শাসন, ন্যায়বিচার ও জেন্ডার সমতার ভিত্তিতে একটি বাসযোগ্য সমাজ গড়ে তোলা।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্বনির্ভর হয়ে উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ পাবে এবং সমাজে টেকসই পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০২৪ খ্রি.)

পাখিরচালা, ভালুকা সিপিআরপি-২০২৪ আত্মকর্মসংস্থান দলের সংখ্যা ৪ টি

- মোট সদস্য: ১২০ পুরুষ: ২৯, মহিলা:৯১ জন
- শেয়ার মূলধন ১,৮৫,৩৪০/- সঞ্চয় ১,৫০,৫১৫/-
- ঋণ ফেরত ২,০৪,১৫০/- বকেয়া ঋণ ৩,৫০,৮৫০/-
- মোট তহবিল ৫,৫৫,০০০/- সার্ভিস চার্জ ৩৯,১৫০/-

শান্তিকুঠির, কোটালিপাড়া সিপিআরপি-২০২৪ আত্মকর্মসংস্থান দলের সংখ্যা-৪ টি

- মোট সদস্য: মহিলা: ৭৮ জন
- শেয়ার মূলধন: ২,০০,০০০/- সঞ্চয় ১,৫৫০০০/-
- ঋণ ফেরত ১,৩৫০০০/- বকেয়া ঋণ ৬৫০০০/-
- মোট তহবিল: ১,৫৫০০০/- সার্ভিস চার্জ ১৬২০০/-

অর্থনৈতিক সাফল্যের গল্প

মিসেস.সুমা গাইন তিনি গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার আমতলী ইউনিয়নের উনশিয়া গ্রামের একজন বাসিন্দা তার স্বামী মি.ডেভিড সরদার। পরিবারিক ভাবে তারা আর্থিক ভাবে অস্বচ্ছল।

সুমা গাইন তিনি একজন শিক্ষিতা নারী। বছরের পর বছর ধরে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার সাথে লড়াই করছিল। তার দুই ছেলে দিব্যা সরদার ১২ বছর এবং ডরিসন সরদার ৫ বছর তাদের পরিবার মূলত ডেভিডের খামার শ্রম থেকে প্রাপ্ত অনিয়মিত উপার্জনের উপর নির্ভরশীল ছিল। যা প্রতিদিন ২০০ থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত ছিল। তার দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে, ডেভিড ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে পারছিলেন না, যার ফলে পরিবারের পরিচালনার বোঝা সুমার উপর পড়ে। সীমিত আর্থিক সম্পদ এবং চাষযোগ্য জমি থাকায় তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

শেড বোর্ড সিপিআরপি- প্রকল্পের মাধ্যমে শাপলা মহিলা উন্নয়ন গ্রুপ নামে একটি সমাজ-ভিত্তিক সংস্থা সিবিও গঠন করা হয়, যার সদস্যরা অর্থ সঞ্চয় করে এবং নিজেদের আর্থিক সহায়তা পেতে সক্ষম হয়।

সুমা গাইন ঐ গ্রুপের একজন সক্রিয় সদস্য, তিনি নিয়মিত সঞ্চয় করেন এবং মাসিক সভায় নিয়মিত যোগ দেন। তিনি ৩,২০০ টাকা সঞ্চয় জমান এবং তার পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য সিবিও থেকে ৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহন করে। এই অর্থ প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উঠে। তিনি ১০,০০০ টাকার দ্বিতীয় ঋণের জন্য আবেদন করেন, যা তিনি একটি সেলাই মেশিন কেনার জন্য ব্যবহার করেন।

সুমা গাইন পূর্বে এভরি হোম কন্টাক্ট এনজিওর সাথে ছয় মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছিলেন। যেখানে তিনি অসাধারণ পারফর্ম করেছিলেন এবং ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তার দক্ষতা তাকে গ্রামে একটি শক্তিশালী সুনাম এনে দিয়েছিল। যার ফলে স্থানীয় গ্রহক এর কাছ থেকে নিয়মিত সেলাইয়ের অর্ডার আসতে শুরু করে। তার সেলাই মেশিনের সাহায্যে, সে নিয়মিত আয় শুরু করে। তার পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। উপরন্তু, সে পাইকারি দামে কাপড় ক্রয় করে অধিক লাভে বিক্রি করতে শুরু করে। যার ফলে তার আয় আরও বৃদ্ধি পায়।

তার নতুন আর্থিক স্বাধীনতা পরিবারের অর্থনৈতিক চাপ কমিয়ে দেয়। ডেভিডের অল্প আয়ের উপর নির্ভরতা দূর করে। তিনি বাইরের পরিষেবা নেওয়ার পরিবর্তে তার পরিবারের জন্য কাপড় সেলাই করে অর্থ সাশ্রয় করেন। সময়ের সাথে সাথে, সুমা গ্রামে দক্ষ দর্জি হিসেবে পরিচিত হন।

আর্থিক ক্ষমতায়নের দিকে সুমার যাত্রা তাকে আরও বড় স্বপ্ন দেখার আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। সে তার দুই ছেলের জন্য উচ্চশিক্ষা প্রদান এবং নিজের একটি বাড়ি তৈরি করবে স্বপ্ন দেখছে।

সুমা গাইনের সাফল্যের গল্পটি উদাহরণ হিসেবে দেখায় যে কীভাবে আর্থিক সহায়তা এবং দক্ষতা-ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পরিবারকে দারিদ্র্য থেকে উন্নীত করতে পারে। তার দৃঢ় সংকল্প, শেড বোর্ড এবং সিপিআরপি-প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জত হয়েছে এবং তার পরিবারের ভবিষ্যতকে নতুন রূপ দিয়েছে।

তিনি শেড বোর্ড ও এলএম আইকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

একজন নারীর আত্মনির্ভরশীলতার যাত্রা

মিসেস মেনকা চিরান, ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার হবিরবাড়ি ইউনিয়ন, পাখিরচালার, ৪৬ বছর বয়সী নারী। তার জীবনযাত্রায় বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি তার স্বামী পরেশ সাংমা এবং তাদের চার মেয়ের সাথে থাকেন। তার স্বামী পূর্বে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, কাজ করার সময় মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাত পাওয়ার কারনে তিনি তার চাকরি করতে পারে না। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে, তিনি পর্যাপ্ত চিকিৎসা করাতে পারেননি এবং একটা সময় সম্পূর্ণরূপে তার স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

মেনকা চিরান চিন্তিত ছিল তার মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা নিয়ে।তবে, পরিবারের আর্থিক অসুবিধার কারণে এই লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। বয়স বাড়ার সাথে তার নিজের কাজ খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়। তিনি আগে বিভিন্ন পরিবারে দিনমজুরে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির কারনে খুব কম লোক তাকে কাজ দিত। তার পরিবারকে টিকিয়ে রাখার বোঝা দিন দিন ভারী হয়ে ওঠে, কিন্তু মেনকা চিরান তার সংকল্পে অটল ছিলেন। এবং সমস্য সমাধানের বিভিন্ন পথ খুজতে ছিল।

শেড বোর্ড (সিপিআরপি) প্রকল্পের “রূপান্তর স্বনির্ভর” দলের একটি সভায় মেনকা সদস্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রকল্প কর্মী তার সংগ্রাম বুঝতে পেরে দলটি তাকে স্বাগত জানায় এবং এমনকি তার মেয়েদের শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তাও প্রদান করে। এই সময়ে, শেড বোর্ড (সিপিআরপি) প্রকল্প একটি দর্জি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে, যেখানে (সিপিআরপি) থেকে মনোনয়ন আহ্বান করা হয়। প্রকল্প মেনকার দৃঢ় সংকল্পকে স্বীকৃতি দিয় এবং দলটি তাকে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে।

মেনকা এক মাসের দর্জি প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেন এবং শেড বোর্ড থেকে একটি বিনামূল্যে সেলাই মেশিন পান। নতুন আত্মবিশ্বাস এবং নিজের কর্ম দক্ষতার সাথে তিনি আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সফলতার লক্ষ্যে নিজের সেলাই ব্যবসা শুরু করেন।

আজ, মেনকা চিরান স্বনির্ভরতার পথে। তিনি তার জীবন পুনর্নির্মাণের সুযোগ প্রদানের জন্য শেড বোর্ড পরিচালিত (সিপিআরপি) প্রকল্পের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ প্রকশ করে। তার এই কর্ম প্রচেষ্টা, দক্ষতা, মনোবল, সমাজের অন্য পাঁচটি পরিবারে সফলতা উদাহর হবে এবং অন্য কে প্রভাবিত করবে।

গাংগাটিয়া কৃষি প্রকল্প, ভালুকা

গাংগাটিয়া কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প শেড বোর্ড এর জন্য সম্ভাবনা। বর্তমানে প্রকল্পে একজন খামারি ও একজন কর্মকর্তা দিক নির্দেশনার জন্য কর্মরত রয়েছে। বৈদেশিক অর্থ এবং শেড বোর্ডের নিজস্ব অর্থ না থাকার কারণে বর্তমানে মাসিক ২৫০০/- (২৫০০X১২)= ৩০,০০০/- টাকা ভিত্তিতে অর্থ ইজারা বাবদ গ্রহণ করছে।

পরিকল্পনা:

স্থানীয় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে একটি যুগোপযোগী পরিকল্পনা তৈরি করা। যাহাতে প্রকল্পটি আয় বৃদ্ধি করা সক্ষম হয়।

হোপ কৃষি প্রকল্প, দিনাজপুর

বিরল কৃষি খামার বর্তমানে নিদিষ্ট একটি অংশ প্রতি এক বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়। ২০২৪ খ্রী. ইজারার অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৬,০০০/= টাকা।

আমাদের লক্ষ্য এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ন প্রকল্পের রূপান্তরিত করা। বর্তমানে মাছ উৎপাদনের জন্য আমাদের একটি পুকুর রয়েছে। আমরা সবজি চাষ করছি এবং ১০০ টি আম গাছ লাগিয়েছি। আমাদের ৪ টি গাভি এবং ৫ টি বাছুর রয়েছে- মোট গাভীর সংখ্যা ৯ টি। গত বছর আমরা তিনটি বাছুর বিক্রি করেছি এবং খামারের শেড মেরামত, গরুর জন্য পাত্র তৈরি এবং খামার ধোয়ার জন্য ড্রেন তৈরির মতো কিছু বড় মেরামত করেছি। আমাদের গরুর জন্য আরও ঘাস ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে যাতে আমরা খাবারের খরচ কমাতে পারি। আমাদের একটি খড় কাটার মেশিন তৈরি করার পরিকল্পনাও রয়েছে যা খরচ কমাতে সাহায্য করবে। আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা হল আরও বেশি শাকসবজি এবং ঘাস জন্মানোর জন্য নিচু জমি সমতল করা।আমরা ইতিমধ্যেই পুকুর পাড় জুড়ে সবুজ কলা গাছ লাগিয়েছি। আমরা আশা করি আমরা এই প্রকল্প থেকে সফলতা পাবো।

পাখিরচালা গেষ্ট রুম, ভালুকা

সিপিআরপি প্রকল্প পাখিরচালার অফিস, ট্রেনিং রুম, ডরমেটরি, ডাইনিং, গেষ্ট রুম, ষ্টাফ কোয়াটার ও গেট মেরামত করা হয়েছে। বহুদিন ধরে এগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। বর্তমানে অবকাঠামো গুলো তিন ফিট উঁচু করা হয়েছে।

এখন আমরা এই অবকাঠামো গুলো নিজেরা ব্যবহার করতে পাড়বো এবং অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দিতে পাড়বো।

এর ফলে প্রকল্পের আয় বৃদ্ধি পাবে প্রতিষ্ঠান উপকৃত হবে।

শান্তিকুঠির গেষ্ট রুম, কোটালিপাড়া

সিপিআরপি প্রকল্প শান্তিকুঠির, কোটালিপাড়া শেড বোর্ড অফিস বাউন্ডারির মাঝে যে, ট্রেনিং রুম, গেষ্ট রুম গুলো রয়েছে এগুলো ব্যবহারের জন্য যুগউপযোগী করে পূনরায় সংস্কার করা হয়েছে। প্রতিষ্টানের প্রয়োজনে এবং অন্য যে কোন প্রতিষ্টানের প্রয়োজনে এ গুলো ভাড়া দেয়া এখন সম্ভব হবে। এর ফলে প্রকল্পের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিষ্টান উপকৃত হবে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

বর্তমানে গেষ্ট রুম গুলো ভাড়া প্রদানে উপযুক্ত

কম্প্যাশন পার্টনারশিপ প্রকল্প

কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ একটি শিশু-বান্ধব ও স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যা দীর্ঘ দিন ধরে দেশের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত অন্যান্য এনজিওগুলোর মতো, এটি বিভিন্ন খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী বা ডিনোমিনেশনের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।এই ধারাবাহিকতায়, শেড বোর্ড-কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সহায়তায় বিবিসিএস-এর আওতাভুক্ত ১৩টি মণ্ডলীতে ১৩টি প্রকল্প পরিচালনা করছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে হতদরিদ্র শিশু ও পিছিয়ে পড়া জনগণের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

আমাদের অর্জন

অর্থ বছর ২০২৪-২৫ খ্রী.

প্রকল্প সংখ্যা: ১৩ টি
সুবিধাভোগী: বালক ২০৯১ শিশু, বালিকা ২০১০ শিশু
মোট সুবিধাভোগী: ৪১০১ জন
মোট অর্থবাজেট: ১২,৮৬,১৫,৮২২ টাকা
মহিলা কর্মী: ৭২ জন, পুরুষ কর্মী: ৭৯ জন
মোট কর্মীসংখ্যা: ১৫১ জন

ধামশর বিডি ০৩৫৭
সুবিধাভোগী: বালক ১৬৮ জন
সুবিধাভোগী: বালিকা ১৫৬ জন
অর্থবাজেট: ১১৪৯৬২৮৮ টাকা
কর্মীসংখ্যা: ১৩ জন

নাঘিরপাড় বিডি ০৩৫১
সুবিধাভোগী: বালক ১৩৬ জন
সুবিধাভোগী: বালিকা ১৫৮ জন
অর্থবাজেট: ১১০৪২২৫২ টাকা
কর্মীসংখ্যা: ১২ জন

দ: সাতলা বিডি ০৩৫০
সুবিধাভোগী: বালক ১৭৬ জন
সুবিধাভোগী: বালিকা ১৫০ জন
অর্থবাজেট: ১১২০৪৯০৩ টাকা
কর্মীসংখ্যা: ১১ জন

পাখরপাড় বিডি ০৩৫৪
সুবিধাভোগী: বালক ১৬০ জন
সুবিধাভোগী: বালিকা ১৫৯ জন
অর্থবাজেট: ১১৪০৪৬৭৭ টাকা
কর্মীসংখ্যা: ১৩ জন

মুশুরিয়া বিডি ০৩৪২
সুবিধাভোগী: বালক ১৬২ জন
সুবিধাভোগী: বালিকা ১৩৯ জন
অর্থবাজেট: ৯৩,৭৭,১১২ টাকা
কর্মীসংখ্যা: ১২ জন

গল্লামারী বিডি০৩৪৬
সুবিধাভোগী: বালক ১৮৭ জন
সুবিধাভোগী: বালিকা ১৭১ জন
অর্থবাজেট: ৯৬,৩৪,২৩০ টাকা
কর্মীসংখ্যা: ১২ জন

চিলা বিডি ০৩৬০
সুবিধাভোগী: বালক ১৭২ জন
সুবিধাভোগী: বালিকা ১৬৫ জন
অর্থবাজেট: ১,০১,৩৬,৫৭৮ টাকা
কর্মীসংখ্যা: ১০ জন

কালীগঞ্জ বিডি ০৩৪৫
সুবিধাভোগী: বালক ১৮৪ জন
সুবিধাভোগী: বালিকা ১৭২ জন
অর্থবাজেট: ১১৮৮৪২৪৩ টাকা
কর্মীসংখ্যা: ১৪ জন

খ্রীষ্টিয়ানপাড়া বিডি ০২৪৯
সুবিধাভোগী: বালক ১৬১ জন
সুবিধাভোগী: বালিকা ১৭৬ জন
অর্থবাজেট: ৯২৭৫৩৩১ টাকা
কর্মীসংখ্যা: ১৩ জন

রুহিয়া বিডি ০২৬১
সুবিধাভোগী: বালক ১৭৬ জন
সুবিধাভোগী: বালিকা ১৭৩ জন
অর্থবাজেট: ১১৬৭৯৩৪৬ টাকা
কর্মীসংখ্যা: ১২ জন

দাউদপুর বিডি ০২৭৮
সুবিধাভোগী: বালক ১০৮ জন
সুবিধাভোগী: বালিকা ১২২ জন
অর্থবাজেট: ৫৫,৯২,৩৪৬ টাকা
কর্মীসংখ্যা: ৯ জন

চিনাশো বিডি ০২৮২
সুবিধাভোগী: বালক ১১১ জন
সুবিধাভোগী: বালিকা ১১৮ জন
অর্থবাজেট: ৫৩,৯৭,৮৬০ টাকা
কর্মীসংখ্যা: ৮ জন

আনন্দপুর বিডি ০৩৫২
সুবিধাভোগী: বালক ১৯০ জন
সুবিধাভোগী: বালিকা ১৫১ জন
অর্থবাজেট: ১,০৪,৯০,৬৫৬ টাকা
কর্মীসংখ্যা: ১২ জন

স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম

কার্যক্রমের বিবরণ	উপকারভোগী
চিকিৎসা সহায়তা	১২৫ জন
উঠান বৈঠক	২২০০ জন
স্বাস্থ্য সরঞ্জাম বিতরণ	৪১০১ জন
শিশুদের স্বাস্থ্য পরিক্ষা	১২০০ জন
শিশুদের রক্তের গ্রুপ পরিক্ষা	৩১৪ জন
কৃমি নাশক ঔষধ বিতরণ	১৫০০ জন
সি.এস.পি শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ	১০৫ জন
সি.ডি.এস.পি শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য	৬৭৫ জন
শিশুদের পরিবার পরির্দশন	২১০০ জন
স্বাস্থ্য সচেতনামূলক কর্মশালা	৮০০ জন
সি.এস.পি মায়েদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষা	৩০ জন
সি.এস.পি মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা	৪৫ জন
সি.এস.পি মায়েদের স্বাস্থ্য সরঞ্জাম বিতরণ	১০৫ জন
স্যানিটারি প্যাড বিতরণ	৫২৬ জন
যৌন বিষয়ক সচেতনামূলক শিক্ষা	৪৫০ জন

কার্যক্রমের বিবরণ	উপকারভোগী
স্বাস্থ্য বিষয়ক কারিকুলাম ক্লাস	১৮০০ জন
মশারি বিতরণ	৫২১ জন
ছাতা বিতরণ	৬৫৬ জন
কম্বল বিতরণ	৩৩৭ জন
বিছানার চাদর বিতরণ	৬৭১ জন
নেইল কাটার বিতরণ	৩৩৭ জন
জীবন দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫৫ জন
স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় দিবস উৎযাপন	৫৪৪ জন
অভিভাবকদের নিয়ে সভা	২০০ জন
বাল্য বিবাহ বিষয়ক সচেতনামূলক কর্মশালা	১৫০ জন
মোট স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনকারী সংখ্যা	১৯৬৪৭ জন

খাদ্য নিরাপত্তা

কার্যক্রমের বিবরণ	উপকারভোগী
ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও ছাগল বিতরণ	১০০ জন
হাঁস-মুরগী পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	৩০ জন
কৃষি প্রশিক্ষণ ও শাক-সবজির বীজ বিতরণ	১৩৮ জন
শিশুদের হরলিক্স ও নুডলস্ বিতরণ	৩৩৬ জন
মুদি দোকানের মালামাল সহায়তা	২ জন
সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ	৩১ জন
হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ	১২ জন
মোট খাদ্য নিরাপত্তা গ্রহনকারীর সংখ্যা	৬৪৯ জন

ওয়াস কার্যক্রম

কার্যক্রমের বিবরণ	উপকারভোগী
স্যানিটারি টয়লেট ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬৭০ জন
বিশ্ব ওয়াস দিবস পালন	৮৯৯ জন
নিরাপদ পানি পান এবং ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ	৫৮০ জন
স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট বিতরণ	৪২ জন
প্রজেক্টে গভীর নলকূপ স্থাপন ২টি	৬২৮ জন
মোট ওয়াস সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা	২৮১৯ জন

শিশু নিরাপত্তা

কার্যক্রমের বিবরণ	উপকারভোগী
শিশু সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪৫০ জন
স্থানীয় নেত্রীবর্গের সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা	৭৬৯ জন
সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা	২৪০ জন
বাল্য বিবাহ নিরসনে যুবক-যুবতীদের সাথে কর্মশালা	৮৯০ জন
যৌন নির্যাতন নিরসনে অভিভাবকদের কর্মশালা	১২৭০ জন
শিশু সুরক্ষা অধিকার কর্মশালা	৪১০১ জন
মোট খাদ্য নিরাপত্তা গ্রহনকারীর সংখ্যা	৯৭২০ জন

যুব-উন্নয়ন

কার্যক্রমের বিবরণ	উপকারভোগী
যুবক-যুবতীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা	৫৪৫ জন
যুবক-যুবতীদের আলোচনা সভা	১২৩৪ জন
যুবক-যুবতীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৬৫৬ জন
যুবক-যুবতীদের নেতৃত্ব দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ	৭৬৫ জন
ক্রীয়ানুষ্ঠান	১১৭০ জন
জাতীয় দিবস উদযাপন	১৭৫৪ জন
মোট যুব উন্নয়ন কর্মসূচি অংশগ্রহনকারী সংখ্যা:	৬১২৪ জন

শিক্ষা কার্যক্রম

কার্যক্রমের বিবরণ	উপকারভোগী
জাতীয় পাঠ্যক্রম শিক্ষা বাস্তবায়ন	১১৪২ জন শিশু
কম্প্যাশন কর্তৃক প্রদত্ত পাঠ্যসূচি বাস্তবায়ন	৩০৩১ জন শিশু
নাচ ও গান শেখানো	৩০০ জন শিশু
চিত্রাংকন শেখানো, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার বিতরণ	৩৪২ জন শিশু
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ	৩০০ জন শিশু
মা ও শিশুদের নিয়ে উঠোন বৈঠক	৩০৩১ জন মা ও শিশু
স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে সমন্বয় সভা	১০০ শিক্ষক
শিক্ষার্থীদের জন্য খাতা, কলম, পেন্সিল, স্কেল ও সার্পনার বিতরণ	৩০৩১ শিশু

কার্যক্রমের বিবরণ	উপকারভোগী
দূর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোচিং এর ব্যবস্থা	৫২ জন শিক্ষার্থী
শিশুর পরিবার পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান	৩০৩১ জন শিশুর পরিবার
গর্ভবতী মায়েদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম	৯০ জন গর্ভবতী মা
শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাগ বিতরণ	১১৪২ জন শিশু
শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস বিতরণ	১১৪২ জন শিশু
শিক্ষার্থীদের স্কুল বেতন বিতরণ	১১৪১ জন শিশু
শিক্ষার্থীদের জন্য ছাতা বিতরণ	২৬৩ জন শিশু
মোট শিক্ষা সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা	১৮১৩৮ জন

জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন

কার্যক্রমের বিবরণ	উপকারভোগী
ছাগল ও গরু পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	৫৫ জন
চায়ের ব্যবসায়ের উদ্যাক্তা তৈরি	২৫ জন
শাক-সবজি চাষের প্রশিক্ষণ এবং বীজ বিতরণ	৩৪৩ জন
আত্ম-কর্মসংস্থান তৈরিতে প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১২৫৬ জন
ফলের চারা বিতরণ	৪৫৭ জন
মোট সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা	২১৩৬ জন

জলবায়ু পরিবর্তন ও ডি আর আর

কার্যক্রমের বিবরণ	উপকারভোগী
জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রশমনে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ	২৩৪৯ জন
বৃক্ষরোপন	২৬৮৭ জন
মোট প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীর সংখ্যা	৫০৩৬ জন

উপহার বিতরণ

উপহার বিতরন	উপকারভোগী
জন্ম দিনের উপহার	৮৭৯ জন
সাধারণ উপহার	১১০ জন
শিশুর পরিবারের উপহার	২০৬ জন
প্রকল্প উপহার	১৭ জন
বড়দিনের উপহার	৪১০১ জন
মোট উপহারগ্রহনকারী সংখ্যা	৫৩১৩ জন

রিকি'র পারিবারির স্বচ্ছলতা

মারভিন বাড়ৈ রিকি সাতলা প্রকল্পের স্পন্সর শিশু, পিতা: প্রকাশ বাড়ৈ, মাতা: মিঠু বৈদ্য, সে বরিশাল জেলার, উজিরপুর থানার, দক্ষিন সাতলা গ্রামে বসবাস করে। তার পরিবার দরিদ্র হওয়ায় প্রকল্পের চাইল্ড সাপোর্ট থেকে তাদের পরিবারের উন্নয়নের জন্য একটি বাচ্চা গরু প্রদান করা হয়। ২৭.০২.২০২৫খ্রী. তারিখে প্রকল্পের পক্ষে দুইজন কর্মী তাদের পরিবার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় মারভিনের মা প্রকল্পের কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, প্রকল্প থেকে গরু দেওয়ার পূর্বে তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তাদের মাসিক আয় ছিল ৬০০০টাকা। গরুটি পাওয়ায় পর কিছুদিন তাদের গরুটি পালন করতে কিছুটা কষ্ট হলেও বর্তমানে তাদের গরুটি একটি বাচ্চা প্রসব করেছে এবং গরুটি বর্তমানে সাত থেকে আট কেজি দুধ দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন দুধের মাধ্যমে তাদের পরিবারের সকলের পুষ্টি চাহিদা পূরন হচ্ছে এবং দুধ বিক্রি করে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তাদের পরিবারের মাসিক আয় ১৫০০০ টাকা। দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে তাদের পরিবারের অভাব দূর হয়েছে এবং পরিবারের অনেক চাহিদা পূরন হচ্ছে। তিনি বলেছেন দুধ বিক্রির কিছু টাকা তারা শিশুর জন্য সঞ্চয় করেন। তিনি আরও বলেছেন, গরুটি তাদের পরিবারের আর্থিক চিত্র বদলে দিয়েছে। বর্তমানে গরুটির বাচ্চা সহ মূল্য প্রায় ২,৫০,০০০ টাকা। এখন তাদের পরিবারের সবাই খুবই ভালো আছে। তারা খুবই খুশি হয়েছে এবং শেড বোর্ড ও কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

একটি পরিবারের স্বচ্ছলতার গল্প

প্রিয়ন্তিকা দাস একজন হত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে কালীগঞ্জ কম্প্যাশন প্রজেক্টের একজন স্পন্সরশীপ শিশু।

তার পিতা: প্রদীপ কুমার দাস করোনা-১৯ পরবর্তী সময়ে বেকার জীবন যাপন করতেন।মা: কৃষ্ণা রাণী দাস একজন গৃহিণী। শিশুটি পড়াশুনায় মোটা মুটি ভালো এবং নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থেকে পড়াশুনা চালিয়ে আসছে। শিশুটি প্রজেক্ট থেকে শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সরঞ্জাম পেয়েছে, যা তার পড়াশুনা সুন্দরভাবে চালিয়ে নিতে এবং পারিবারিক ভাবেও খুবই উপকৃত হয়েছে। একটা সময়ে তাদের খাবার খাওয়ার জন্য অন্যের উপরে নির্ভর করতে হতো, এখন তাদের আর খাবারের কষ্ট নেই। শিশুটি প্রজেক্ট থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছে প্রিয়ন্তিকার স্পন্সর প্রিয়ন্তিকাকে অনেকবার উপহার পাঠিয়েছে । তাদের ঘরের অনেক আসবাবপত্র প্রিয়ন্তিকার উপহারের টাকা দিয়ে কিনে দেওয়া হয়েছে। উপহারের টাকা দিয়ে প্রিয়ন্তিতকার বাবা একটি দোকান দিয়ে চা বিক্রি শুরু করেন। বিগত মে এবং জুলাই-২০২৩ খ্রী. উপহারের টাকা দিয়ে প্রিয়ন্তিকার বাবা তার দোকানে বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয় করেন এবং সেগুলো বিক্রি করেন। এই দোকান থেকে প্রতিমাসে ১২০০০-১৫০০০ টাকা আয় হচ্ছে এবং তাদের পরিবারে আর অভাব নাই। দোকানের বেচাকেনা ও লাভজনক। তার সন্তান স্কুলে পড়ালেখা করছে। তারা এখন পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্ব-নির্ভর হয়েছে। এই সুযোগ পাবার জন্য শিশু ও তার পরিবার স্পন্সর, কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও শেড বোর্ড প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে।

কর্মীদের সম্মাননা সনদ প্রদান

শেড বোর্ড সেন্ট্রাল অফিসে গত দুই বছর ধরে ২৩শে নভেম্বর 'শেড বোর্ড দিবস' যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে। ২০২৪ সালে, শেড বোর্ড পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প ও পার্টনারশিপ কর্মসূচিতে অন্তত পাঁচ বছর ধরে কাজ করা সকল কর্মীদের সম্মাননা স্বরূপ উপহার সহ সনদ প্রদান করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হলো দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীদের শেড বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত রেখে তাদের মেধা ও মননশীলতা দ্বারা সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নেওয়া।

শেড বোর্ড বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৫ খ্রী.

কর্মসূচী	এরিয়া/ স্থান	বাস্তবায়নকাল (সম্ভাব্য)		দায়িত্ব	অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা
		শুরু	শেষ		
কম্প্রিহেনসিভ প্রভার্টি রিডাকশন প্রকল্পের পরিধি বৃদ্ধি করা	শান্তিকুঠির ও পাখিরচালা	জানুয়ারি ২০২৫ খ্রী.	চলমান	শেড বোর্ড	শেড বোর্ড নিজস্ব তহবিল এবং নতুন দাতা সংস্থার সন্ধান করা।
অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিক আবাসন	বালক হোস্টেল, দিনাজপুর	জানুয়ারি ২০২৫ খ্রী.	চলমান	শেড বোর্ড	নিজস্ব অর্থায়নে এবং দাতা সংস্থা এল এম আই সহায়তা।
প্রি-স্কুলের শিশু ও অভিভাবকদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং স্কুল সংখ্যা বৃদ্ধি করা।	প্রি-স্কুল এলাকা	জানুয়ারি ২০২৫ খ্রী.	ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রী.	পরিচালক, এডুকেশন অফিসার	শেড বোর্ড নিজস্ব তহবিল এবং নতুন দাতা সংস্থার সন্ধান করা।
স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	মল্লিকবাড়ি, শান্তিকুঠির, কাঠিরা ও রূহিয়া	জানুয়ারি ২০২৫ খ্রী.	ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রী.	পরিচালক (সিএইচসি)	খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনা (সিএইচসি) অর্থায়নে পরিচালনা করা।
ইন্ডিজিনিয়াস উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট প্রজেক্ট - ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সরকারি অনুমোদন গ্রহণ এবং পরিধী বৃদ্ধি করা	তানোর, রাজশাহী	জানুয়ারি ২০২৫ খ্রী.	ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রী.	প্রোগ্রাম অফিসার, প্রকল্প ব্যবস্থাপক	নিজস্ব তহবিলে পরিচালনার জন্য নতুন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহন।
কৃষি খামারের আয় বৃদ্ধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	গাংগাঠিয়া এবং বিরল।	জানুয়ারি ২০২৫ খ্রী.	ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রী.	শেড বোর্ড	শেড বোর্ড নিজ/ দাতা সংস্থা
শেড বোর্ড পার্টনারশিপ প্রকল্প- কম্প্যাশন বাংলাদেশ এর প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধি করা	পরিকল্পনা অনুসারে	জানুয়ারি ২০২৫ খ্রী.	চলমান	পরিচালক, শেড বোর্ড	কম্প্যাশন ইন্টারন্যশনাল

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যিনি অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও আমাদের সুস্থ রেখেছেন এবং মানুষের জীবন, জীবিকা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত সকল অংশীদারদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা, যাদের সহযোগিতা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং নতুন উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করেছে। আপনাদের সহাযোগীতায় আমরা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে পেরেছি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে সক্ষম হয়েছি।

ধন্যবাদ!